স্বপ্ন ভঙ্গ : রানা প্লাজা ভবন ধ্বস

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

প্রকাশকাল ২০ জুন ২০১৩

ভূমিকাঃ

১৯৮০ সাল থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধন ও আর্থিক ঘাটতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। অনুন্নয়নের সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে গ্রামীন এলাকাগুলো দ্রুত দারিদ্রপীড়িত হয়ে পড়ায় সস্তা শ্রম দিতে মানুষকে বাধ্য হয়। নারীরা বিশেষত কিশোরীরা জীবিকার তাগিদে তাঁদের বাড়ীঘর ও নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে তৈরি পোশাক শিল্পে সস্তায় শ্রম দিতে আসে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাঁদের স্বল্প মজুরী ও অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ ৪৭০০ শিল্প কারখানায় কাজ করছেন, যাঁদের ৮০% নারী শ্রমিক।[১] নারীরা বিশেষত অল্প বয়সী নারীরা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি অর্থনৈতিক মডেল দাঁড় করিয়েছেন ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকরা কি পরিমাণ সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করতে পেরেছেন তা একটি বিতর্কের বিষয়। আর এভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের কষ্টার্জিত শ্রমের বিনিময়ে প্রতি বছর এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে প্রায় ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার।[২]

বাংলাদেশ শ্রমনিবিড় হওয়ায় এখানে সস্তায় শ্রম পাওয়া যায়। ফলে এখানে বিদেশী ক্রেতারা ভিড় জমিয়েছে। অন্যদিকে সস্তা শ্রমের সুযোগ নিয়ে কারখানা মালিকরা নানাভাবে শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড ২০১০ অনুযায়ী, এই শিল্পে সর্বনিম্ন বেতন ৩০০০ টাকা, যা অত্যন্ত কম।[৩] এছাড়াও মালিকরা শ্রম আইন লঙ্ঘন করে যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই করছে। পোশাক কারখানাগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকরা প্রায় সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। উদাহরনস্বরুপ সরকারী ক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকরা ৬ মাসের (২৪ সপ্তাহ) মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করলেও বিজিএমইএ কর্তৃক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোর মহিলা শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ১৬ সপ্তাহ করা হয়েছে যদিও শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ৪৬ ধারা সংশোধন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[৪] কারখানা মালিক এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুমোদন দিচ্ছে না বলে শ্রমিকরা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারছেননা।[৫] এছাড়া কারখানা মালিক এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা শোষন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শ্রমিকরা যখন তাঁদের অধিকারের কথা বলার জন্য রাস্তায় নামছেন তখন পুলিশ, শিল্প পুলিশ বাহিনী এবং সরকারের অন্যান্য বাহিনী তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। রাষ্ট্র সব সময় মালিকের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকছে। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকার সাভারে অবস্থিত রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের ঘটনাটি গার্মেন্টস শিল্পের এ যাবৎকালরে সবচেয়ে ভয়াবহতম দূর্ঘটনা।

রানা প্লাজার ইতিহাসঃ দূর্নীতির প্রমাণ

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, রানা প্লাজা ভবন নির্মানের সময় প্রতি পদক্ষেপে হয়েছিল দুর্নীতি। ২০০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোহেল রানা, তাঁর বাবা মোঃ আব্দুল খালেক এবং মা মর্জিনা বেগম সাভার বাসস্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে ৫০ শতাংশ জমির ওপর ১০ তলা ভবন নির্মান করার জন্য খুলনা জেলার তন্ময় হাউজিং লিমিটেড নামের একটি ডেভেলপার কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী সায়ফুল ইসলামের সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তিতে বলা আছে, তন্ময় হাউজিং তার একক ব্যয়ে ১০ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে বেইজমেন্ট ও এর ওপর পাঁচতলা ভবন নির্মান করবে। এতে তন্ময় হাউজিং লিমিটেড পাবে ভবনের শতকরা ৬১ ভাগ এবং সোহেল রানা, আব্দুল খালেক এবং মর্জিনা বেগম পাবেন শতকরা ৩৯ ভাগ। চুক্তি অনুযায়ী তফসিল সম্পত্তির ওপর বেইজমেন্ট হয়ে গেলে ছাদ ঢালাইয়ের পরই সোহেল রানা, আব্দুল খালেক এবং মর্জিনা বেগম তাঁদের জমি থেকে শতকরা ৬১ ভাগ জমি তন্ময় হাউজিং লিমিটেড এর কাজী সায়ফুলকে সাফকবলা দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে দেবেন বলে কথা ছিল। ২০০৫ সালে আব্দুল খালেকের রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তন্ময় হাউজিং রাজউক এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে সাভার পৌরসভার কাছে ৬ তলা ভবন নির্মানের জন্য আবেদন করে। সেই আবেদনটির ক্রমিক নম্বর: ৫৫৭; যার তারিখ: ৬/৭/২০০৫। কাঠামোগত ডিজাইনের দায়-দায়িত্ব না রেখে সাভার পৌরসভা ২০০৬ সালের ১০ এপ্রিল ৬ তলা ভবন নির্মানের অনুমতি দেয়। জানা যায় দ্বিতীয় তলা হওয়ার পরপরই সোহেল রানা জোর করে তন্ময় হাউজিং লিমিটেডকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এ ব্যাপারে কাজী সায়ফুলকে বিভিন্ন প্রকার ভয় ভীতি দেখিয়ে হুমকী দেন রানা। এরপর রানা তাঁর নিজের লোক দিয়ে ৩য় তলা থেকে ৯ম তলা পর্যন্ত ভবনটি তৈরি করান।

রানা শপিং কমপ্লেক্স নির্মানের আবেদন পত্র ও সাভার পৌরসভার ২০০৬ ও ২০০৮ সালের হাতে লেখা অভ্যন্তরীন নোট থেকে জানা যায়, কাঠামোগত ডিজাইনের দায়-দায়িত্ব না রেখেই ২০০৬ সালের ১০ এপ্রিল মেয়র রেফাত উল্লাহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের

---

[১] মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক, বিজিএমইএ, ১৯ জুন ২০১৩ টেলিফোন সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

[২] এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো, বাংলাদেশ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য। http://www.epb.gov.bd/index.php

[৩] সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ (BILS), ১৯ জুন ২০১৩ টেলিফোন সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

[৪] দি ডেইলী নিউ এজ, ২ জুন ২০১২

[৫] বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ (BILS) হতে প্রাপ্ত তথ্য।

ভবন নির্মানের অনুমতি দেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ২৫ মার্চ আব্দুল খালেকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৬ তলা থেকে ১০ তলা করারও অনুমতি দেন।

১৯৯৫ সালের মহাপরিকল্পনা এবং ২০১০ সালের রাজউক এর জারি করা ডিটেইল এরিয়া প্লান (ড্যাপ) এ বলা আছে, ঢাকা এবং তার আশেপাশে বাণিজ্যিক ভবন নির্মান করতে হলে রাজউক[৬] এর অনুমতি নিতে হবে। অথচ রানা প্লাজার ভবনটি নির্মানের জন্য রাজউকের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি।

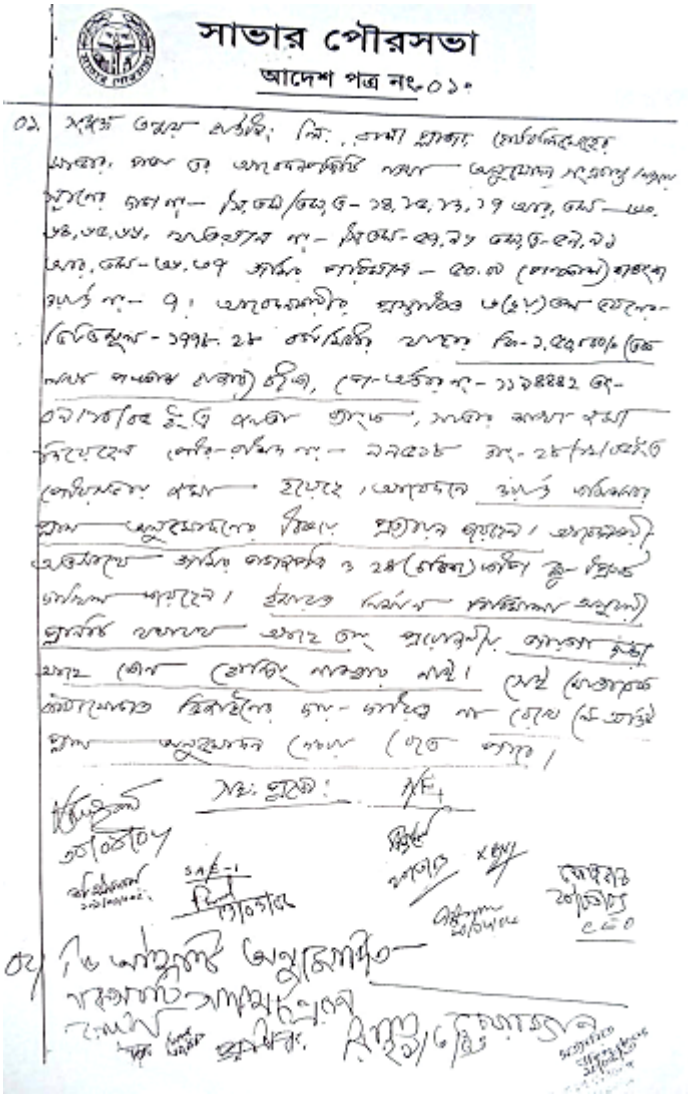
সাভার পৌরসভা
আদেশ পত্র নং-০১

২০০৬ সালের সাভার পৌরসভার হাতে লেখা অভ্যন্তরীন নোট। ছবি : অধিকার

২০০৬ সালে তন্ময় হাউজিং লিমিটেডের কাজী সায়ফুল ইসলাম নিজস্ব অর্থায়নে ভবন নির্মান শুরু করেন। ২০০৭ সালে ভবনের ২য় তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। চুক্তিনামার ১৫ নম্বর শর্ত অনুযায়ী ২য় তলা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোহেল রানা, তাঁর বাবা আব্দুল খালেক ও মা মর্জিনা বেগম এর ৩০ শতাংশ জমি কাজী সায়ফুলকে সাব কবলা দলিল করে বুঝিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তন্ময় হাউজিং লিমিটেডকে জোর করে বেআইনীভাবে তাড়িয়ে দেন সোহেল রানা। কাজী সায়ফুল বার বার সোহেল রানার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করলেও সোহেল তাঁকে হুমকিসহ ভয়ভীতি দেখান যেন কাজী সায়ফুল তাঁর কাছ থেকে ভবনের মালিকানা না পান।[৭] পরবর্তীতে সোহেল রানা তাঁর পছন্দের লোক দিয়ে নকশা ছাড়াই ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করেন। ২০০৮ সালে আব্দুল খালেক ৬ষ্ঠ তলা ভবনকে ১০তলা করার জন্য পুনরায় পৌরসভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। তখন সোহেল রানা তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনুমতি করিয়ে নেন। এরপর ১৯ আগস্ট ২০০৯ সালে এমপি মুরাদ জং রানা প্লাজার উদ্বোধন করেন।

[৬] রাজউক : রাজধানী উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ

[৭] মনিরুল ইসলাম, কাজী সায়ফুল ইসলামের শ্যালক, ৫ জুন ২০১৩ অধিকারকে দেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য।

এরপর পর্যায়ক্রমে ২০১২ সাল পর্যন্ত রানা তাঁর নিজস্ব লোক দিয়ে ৯ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করেন। এছাড়া ২০১৩ সালে ১০ম তলা করার জন্য ইট, ইটের সুরকি, রড, বালি, সিমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ৯ম তলার ছাদে এনে জমা করে রাখেন।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটে ভবন ধ্বসের এক ভয়াবহ ঘটনা; যা পৃথিবীর ইতিহাসে নির্মান ত্রুটির কারণে ভবন ধ্বসের ক্ষেত্রে এক অন্যতম ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঐদিন সকাল আনুমানিক ৮.৫৮ টায় ঢাকা জেলার সাভার থানার সাভার বাসস্ট্যান্ডের পূর্বপাশে অবস্থিত রানা প্লাজা নামের নয় তলা ভবন ধ্বসে পড়ে। ঐ ভবনে ৫ টি গার্মেন্টস কারখানা ছিল যেখানে প্রায় ৫০০০ শ্রমিক অবস্থান করছিলেন। যাঁদের ১১৩১ জন এই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং প্রায় ২৪৩৮ জন আহত হয়েছেন। যাঁদের বেশি ভাগই গার্মেন্টস শ্রমিক। সরকারের হিসাব মতে ধ্বসে পড়ার পর থেকে ১৪ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৪৫ (উদ্ধার কাজ শেষ) পর্যন্ত মোট ৩৫৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১১৫ জন মৃত এবং ২৪৩৮ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আহত অবস্থায় উদ্ধারের পর থেকে ১৯ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৬ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এই ঘটনায় ভবনে অবস্থানরত পাঁচটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, ব্যাংক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, ব্যাংকের এটিএম বুথ, গাড়ি পার্কিং এর স্থান ধ্বংস হয়ে গেছে।

ভবন ধ্বসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর সদস্য, পুলিশ সদস্য, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সদস্য, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্য, এবং বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর সদস্যরা উদ্ধার কাজ করেন। উদ্ধার কর্মীরা ধ্বংসস্তুপ থেকে আটকে পরা লোকজনকে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া, তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো, নিহতের স্বজনদেরকে লাশ হস্তান্তর, অজ্ঞাত লাশগুলোর দাফন সম্পন্ন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সহায়তা দেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ভবন ধ্বসের আগের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকালে রানা প্লাজার ৩য় তলার (নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড) পিলারগুলোর মধ্যে কাটিং সেকশনের সামনের (ভবনটির মাঝখানে) ৩টি পিলার খাড়াভাবে ২ ইঞ্চি গভীর হয়ে ফেটে যায়। ভবন ফাটলের খবর পেয়ে সাভারের স্থানীয় সাংবাদিকরা রানা প্লাজায় আসেন। কিন্তু ভবন মালিক সোহেল রানার নির্দেশে দারোয়ানরা সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। এ ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রকৌশলী আবদুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে ভবন মালিক যুবলীগ নেতা সোহেল রানাকে জানিয়ে দেন এবং অবিলম্বে ভবনটির নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং রাজউকের প্রকৌশলী এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বলেন। অন্যথায় যে কোন সময় আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা প্রকাশ করেন। সোহেল রানা সাংবাদিকদের জানায়, ভবনে ফাটল কোনো বড় ধরনের ঘটনা নয়। এই বিষয়ে কোন সংবাদ পরিবেশন করার ব্যাপারেও সাংবাদিকদের তিনি নিষেধ করেন। ঐদিন রানা প্লাজায় অবস্থিত ৫টি গার্মেন্টস এর মালিকরা প্রাথমিকভাবে গার্মেন্টস বন্ধ ঘোষনা করেন। পরের দিন ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। জানা যায়, সোহেল রানা ভবনের বেইজমেন্টে অবস্থিত তাঁর অফিসে থেকে বিএনপির ডাকা হরতাল প্রতিহত করতে আরো কিছু শ্রমিক এনে হরতাল বিরোধী মিছিলের জন্য ব্যবস্থা করছিলেন। শ্রমিকদের অস্বীকৃতির বিষয়টি জানতে পেরে সোহেল রানা এবং কারখানাগুলোর মালিক-কর্তৃপক্ষের লোকেরা ভবনের বাইরে বেড়িয়ে এসে ঐসব শ্রমিকদেরকে জোর করে কাজে যোগদান করান। সকাল আনুমানিক ৮.৫৮ টায় ভবনটি ধ্বসে পড়ে। ভবন ধ্বসের সময় সোহেল রানা বেইজমেন্টে আটকা পড়েন। সেখান থেকে নিজস্ব লোকজনের সহায়তায় বের হয়ে সাভার এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা এবং বর্তমান সংসদ সদস্য তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদ এর সহায়তায় পালিয়ে যান। জানা যায়, ২৪ এপ্রিল সকালে রানা প্লাজার সামনে থেকে মুরাদ জং এর নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী মিছিল করার কথা ছিল।

আইনগত ব্যবস্থা :

২৪ এপ্রিল ২০১৩ ভবন ধ্বসের পর সাভার মডেল থানার এক পুলিশ সদস্য, জেলা গোয়েন্দা সংস্থার একজন ডিবি পুলিশ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), এবং ভবন ধ্বসে নিহত এক শ্রমিকের স্ত্রী বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানা এবং পাঁচটি গার্মেন্টসের মালিকসহ বেশ কিছু ব্যক্তিকে (এদেঁর মধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও রয়েছেন) অভিযুক্ত করে পৃথক পৃথক ভাবে থানা এবং আদালতে পাঁচটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সদস্যরা অভিযুক্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন।

রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অথরাইজড অফিসার হেলাল আহমেদ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে আসামী করে ইমারত নির্মান আইন, ১৯৫২ এর ১২[৮] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর- ৫৩, তারিখ- ২৪/৪/২০১৩। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ এসআই ওয়ালী আশরাফ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানা, তাঁর পিতা মোঃ আব্দুল খালেক, 'ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড' এর চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, 'ফ্যান্টম টেক' লিমিটেড এর স্প্যানিস ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড মেয়ের রিকো, ইথার টেক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান এবং 'নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এবং 'নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড এর চেয়ারম্যান বজলুস সামাদ আদনান সহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে দন্ডবিধির ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/৩৪[৯] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৫৫; তারিখ: ২৪/৪/২০১৩। যেহেতু রানা প্লাজার ধ্বসে পড়ার পর ধামরাই এলাকায় সোহেল রানার মালিকানাধীন এক ইটের ভাটা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ, তাই গোয়েন্দা শাখার এসআই মীর শাহীন শাহ পারভেজ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে অভিযুক্ত করে ধামরাই থানায় অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ এর ১৯(এ)[১০] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি)[১১] ধারায় ধামরাই থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর-৪, তারিখ- ৬/৫/২০১৩। এছাড়া পোশাক শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলমের এর স্ত্রী শিউলী আক্তার বাদী হয়ে গত ৫ মে ২০১৩ ঢাকা মহানগর মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা, নিউ ওয়েভ স্টাইল গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুস সামাদ আদনান এবং সাভার পৌরসভার প্রধান প্রকৌশলী ইমতেমাম হোসেন বাবুকে অভিযুক্ত করে দ-বিধির ৩০২/৩৪/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।

রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের ঘটনায় সরকারি হিসাব মতে, ১১৩১ টি লাশের মধ্যে ৮৪০ টি লাশ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ২৯১ জনের লাশ অজ্ঞাত পরিচয়ে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। এছাড়া লাশ সনাক্ত করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগারে আলামত হিসেবে লাশের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে ৩১৬ টি লাশের[১২] । অতিরিক্ত ২৫টি লাশের আলামত কিভাবে তাঁদের কাছে এসেছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন উত্তর দেননি। তাই ২৫ টি লাশের আলামতের ব্যাপারে অধিকার এর প্রশ্ন রয়েছে।

ভবন মালিক সোহেল রানার পরিচয় [১৩]

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানার জয়মন্ডপ গ্রামের আব্দুল খালেক এবং মোসাম্মত মর্জিনা বেগমের ছেলে সোহেল রানা। এক সময় আব্দুল খালেক সিঙ্গাইর গ্রামে তেলের ঘানি টেনে তেল উৎপাদন করে তা ফেরি করে বিক্রি করতেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকা জেলার সাভারের মধ্যপাড়ায় আসেন এবং সেখানে ভাড়া বাড়িতে থেকে ফেরী করে তেল বিক্রি করতেন। রানা অধর চন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি অল্প বয়সেই স্থানীয় দুর্বৃত্ত দল রাজীব-সমর বাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

সোহেল রানা ২০০০ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০০৪ সালে তিনি সাভার পৌরসভা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। রানার বাবা আব্দুল খালেক ছিলেন সাভার বিএনপির একজন সক্রিয় কর্মী। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে ঢাকা-১৯ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে নির্বাচিত হন তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদ (১৪ দলীয় জোট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সরকার গঠন করে)। এমপি মুরাদ জং এর সঙ্গে পরিচিতির কারনে মুরাদ জং এর নির্দেশে সাভার শাখা পৌর যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় রানাকে। মুরাদ জং এর ছত্রছায়ায় রানা এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে একের পর এক অপকর্ম করতে থাকেন। তাঁর দুর্বৃত্ত বাহিনী মাদক ব্যবসা, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি খুনসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করতে থাকে। জোর করে হিন্দু সম্পত্তি দখল করাও ছিল রানার কাজ। কিন্তু এমপি মুরাদ জং এর মাধ্যমে যে কোন সমস্যা থেকে পার পেয়ে যান রানা। অল্প দিনেই সোহেল রানা ও তাঁর বাবা আব্দুল খালেক হয়ে ওঠেন লাখ লাখ টাকার মালিক।

---

[৮] ইমারত নির্মান আইন, ১৯৫২। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=254&sections_id=9691

[৯] দণ্ডবিধি, ১৮৬০।http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?act_name=&vol=&id=11

[১০] অস্ত্র আইন, ১৮৭৮। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=38&sections_id=991

[১১] বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=462&sections_id=11097

[১২] আশীষ কুমার মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ২০ মে ২০১৩ অধিকারকে দেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত।

[১৩] অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে, স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক এবং স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

বিঃ দ্রঃ সোহেল রানার রাজনৈতিক উত্থানের বিষয়ে এম পি মুরাদ জং এর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনী প্রচারনায় মোঃ সোহেল রানা (বামে) এবং মুরাদ জং (ডানে)। ছবি সংগৃহীত।

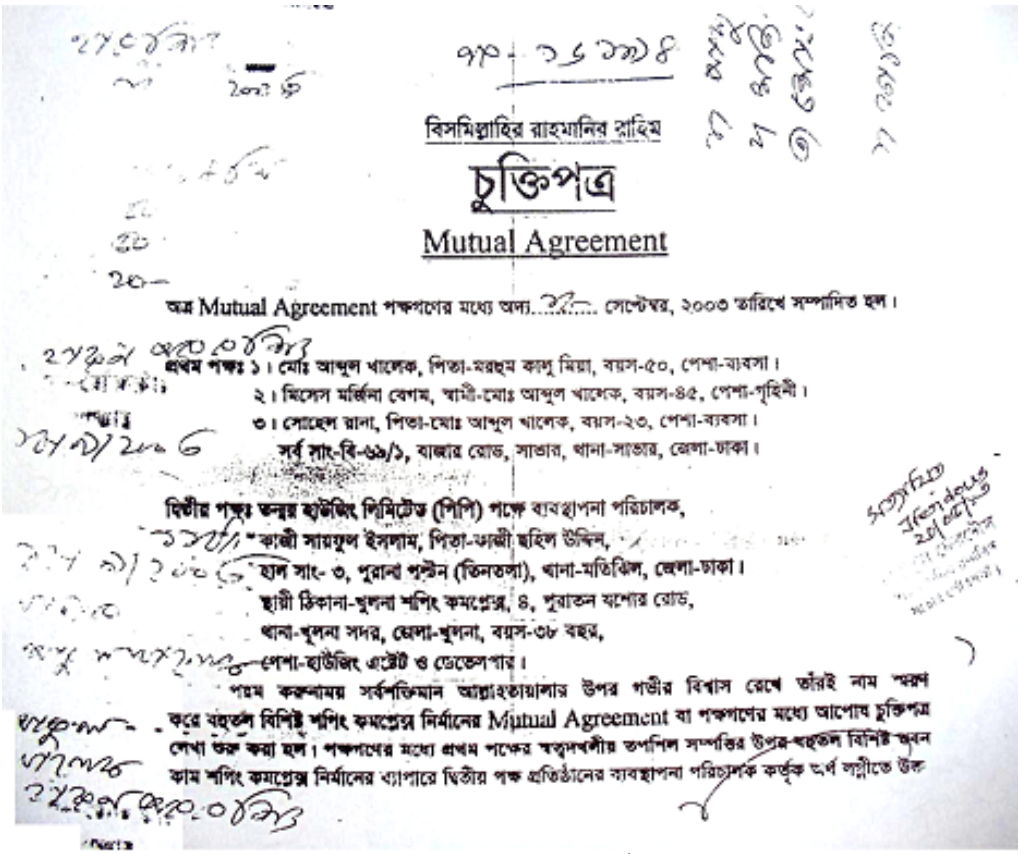

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

চুক্তিপত্র

Mutual Agreement

অত্র Mutual Agreement পক্ষগণের মধ্যে অদ্য ..... সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে সম্পাদিত হল।

প্রথম পক্ষঃ ১। মোঃ আব্দুল খালেক, পিতা-মরহুম কালু মিয়া, বয়স-৫০, পেশা-ব্যবসা।
২। মিসেস মর্জিনা বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুল খালেক, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিনী।
৩। সোহেল রানা, পিতা-মোঃ আব্দুল খালেক, বয়স-২৩, পেশা-ব্যবসা।
সর্ব সাং-বি-৬৯/১, বাজার রোড, সাভার, থানা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষঃ তনয় হাউজিং লিমিটেড (পিপি) পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কাজী সায়ফুল ইসলাম, পিতা-কাজী ছহিল উদ্দিন,
হাল সাং- ৩, পুরানা পল্টন (তিনতলা), থানা-মতিঝিল, জেলা-ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা-খুলনা শপিং কমপ্লেক্স, ৪, পুরাতন যশোর রোড,
থানা-খুলনা সদর, জেলা-খুলনা, বয়স-৩৮ বছর,
পেশা-হাউজিং এষ্টেট ও ডেভেলপার।

পরম করুনাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার উপর গভীর বিশ্বাস রেখে তাঁরই নাম স্মরণ করে বহুতল বিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্স নির্মানের Mutual Agreement বা পক্ষগণের মধ্যে আপোষ চুক্তিপত্র লেখা শুরু করা হল। পক্ষগণের মধ্যে প্রথম পক্ষের স্বত্বদখলীয় তপশিল সম্পত্তির উপর বহুতল বিশিষ্ট ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মানের ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অর্থ লগ্নীতে উক্ত

২০০৩ সালের ১৮ সেপ্টম্বর দুইপক্ষের মধ্যে ভবন নির্মানের চুক্তিপত্র। ছবিঃ অধিকার

রানা প্লাজার ব্যবহারঃ-

রানা প্লাজার বেজইমেন্টে ছিল- গাড়ী পার্কিং এর স্থান এবং সোহেল রানার ব্যক্তিগত অফিস।

১ম তলায় ছিল– মার্কেট এবং ব্র্যাকের এটিএম বুথ।

২য় তলায় ছিল- মার্কেট এবং ব্র্যাক ব্যাংক এর সাভার শাখা অফিস।

৩য় তলায় ছিল- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যার নাম নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড।

৪র্থ তলায় ছিল- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যার নাম ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড।

৫ম তলায় ছিল- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যার নাম ইথার টেক লিমিটেড।

৬ষ্ঠ তলায় ছিল- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যার নাম ফ্যান্টম টেক।

৭ম এবং ৮ম তলায় ছিল- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যার নাম নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড।

ভবন ধ্বসের আগে রানা প্লাজা। ইনসেটে পশ্চিম পাশ থেকে। ছবি : সংগৃহীত

রানা প্লাজায় অবস্থিত গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে উৎপাদতি পণ্যের বিদেশী ক্রেতা:

- অ্যাসোসিয়েটেড ব্রিটিশ ফুডস পিএনসি এর প্রাইমার্ক
- কানাডিয়ান লবলো কস লিমিটেড এবং
- স্প্যানিশ কোম্পানী ম্যাংগো

বিগত বছরগুলোতে পোশাক কারখানাগুলোতে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটলেও বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি[১৪]।

সাক্ষাৎকার:

মোহাম্মদ আলী বাদশা (৪৫), ১ম তলা মার্কেটের ৫০ ও ৫১ নম্বর দোকানের মালিক, রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা

মোহাম্মদ আলী বাদশা অধিকারকে জানান, দুই বছর আগে তিনি পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম এবং মাসিক দশ হাজার টাকা ভাড়া প্রদানের চুক্তিতে ১ম তলায় ৫০ ও ৫১ নম্বর দোকান ভাড়া নিয়ে জে এন্ড কে জোন নামে পোশাকের দোকান খোলেন। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ গার্মেন্টস কারখানার লোকজন মাইকিং করেন, ভবনের ৩য় তলায় ফাটল ধরেছে। এজন্য কয়েকটি গার্মেন্টস কারখানা ছুটি ঘোষণা করে। পরে ভবন মালিকের পক্ষ থেকে আলী বাদশা জানান, এতে কোন সমস্যা হবে না। রাত ৮.০০টায় বেচাকেনা শেষে দোকান বন্ধ করে তিনি বাসায় ফিরে যান। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল

[১৪] শহিদুল্লাহ আজিম, সহ সভাপতি, বিজিএমইএ, ২০ মে ২০১৩ অধিকারকে দেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য।

আনুমানিক ৮.৩০ টায় তিনি তাঁর কর্মচারী ইমন সাহা, তৌহিদ বিন ফাহাদ এবং লায়লা আক্তার রানা প্লাজার সামনে আসেন।

তিনি দেখতে পান, বিএনপির ডাকা হরতাল বিরোধী মিছিল করার জন্য এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী সমর্থকরা জড়ো হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানার মালিক পক্ষের লোকজন শ্রমিকদের ভবনের ভেতরে নেয়ার জন্য তাড়া করছে। সেখানে তখন গাড়ীসহ উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি মুরাদ জং সহ আওয়ামী লীগ এর অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। এরপর মোহাম্মদ আলী বাদশা ভবনের কাছে আসা মাত্রই মড়মড় শব্দ হতে থাকে এবং ভবনটি ফেটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধ্বসে পড়ে। ভবনের ভেতরে থাকা শত শত মানুষ আটকা পড়ে এবং চারদিক থেকে বাঁচাও, বাঁচাও বলে, চিৎকার, কান্নাকাটির শোরগোল পড়ে যায়। বিভিন্ন জায়গা থেকে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। প্রায় বিশ মিনিট পর সোহেল রানা ভবনের নীচ থেকে বেড়িয়ে এসে এমপি মুরাদ জং এর সঙ্গে থাকা গাড়িতে উঠে রানা প্লাজার সামনে থেকে চলে যান।

রানা প্লাজা ধ্বসের পর দক্ষিণ দিক থেকে তোলা। ছবিঃ অধিকার

মোসাম্মৎ কারিনা আক্তার (২২), নিহত গার্মেন্টস শ্রমিক মোঃ ইসরাফিলের স্ত্রী,

মোসাম্মৎ কারিনা আক্তার অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী মোঃ ইসরাফিল রানা প্লাজার তিন তলায় নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এ কাজ করতেন। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় ইসরাফিল কাজের জন্য বাসা থেকে বের হয়ে যান। ঐদিন রানা প্লাজা ধ্বসের পর থেকে ১৫ দিন তাঁর কোন খোঁজ পাচ্ছিলেন না। ৯ মে ২০১৩ তিনি সাভার অধর চন্দ্র মডেল হাই স্কুলের মাঠে তাঁর স্বামীর লাশের খোঁজ পান। লাশ নেয়ার সময় তিনি ঢাকা জেলা প্রশাসন এর কাছ থেকে ২০,০০০ হাজার টাকা পেয়েছেন। এরপর থেকে তিনি আর কোন সাহায্য পাননি। বর্তমানে তিনি কর্মহীন এবং আসাদুল ইসলাম নামে তাঁর দুই বছরের একটি ছেলে আছে।

মোঃ আমজাদ হোসেন (২২), আহত শ্রমিক, ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড, রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা

মোঃ আমজাদ হোসেন অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায়। প্রায় ৪ মাস যাবৎ রানা প্লাজার ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড এ মেকানিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.১৫ টায় তিনি কাজে যোগদান করেন। সকাল আনুমানিক ৮.৫৮ টায় ভবন ধ্বসে ইট-কংক্রিটের স্ল্যাব তাঁর দুই পায়ের ওপর পড়লে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে দেখেন তিনি ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে এবং সেখানে তিন দিন থাকার পর তাঁকে এ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জীবন রক্ষার্থে সেখানে তাঁর দুই পা কেটে ফেলা হয়। ২৩ মে ২০১৩ তাঁকে সাভার পক্ষঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)তে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি ১০৭ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভবন ধ্বসের পর এখন পর্যন্ত চিকিৎসা ছাড়া আর কোন প্রকার সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ করেন।

সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে দুই পা কাটা অবস্থায় মোঃ আমজাদ হোসেন। ছবিঃ অধিকার

ধ্বসে পড়া রানা প্লাজা, সম্মুখ (পশ্চিম) দিক থেকে তোলা। ছবিঃ অধিকার

নাজমা আক্তার (২২), আহত শ্রমিক, ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড, রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা

নাজমা আক্তার অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ি রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার বেড়াডাংগা গ্রামে। তিনি রানা প্লাজার ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড এ অপারেটর হিসেবে প্রায় ৪ বছর যাবৎ কাজ করেছেন।

২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি কারখানায় যান। সকাল আনুমানিক ১০.২০টায় কারখানার এ্যাসিসটেন্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার ইমরান মাইকিং করে কারখানায় কর্মরত সব শ্রমিকের জন্য ছুটি ঘোষনা করেন এবং দুপুরের খাবারের পর সবাইকে আবার কারখানায় এসে কাজে যোগদানের জন্য বলেন। তিনি তখন অন্যসব শ্রমিকের সঙ্গে নিচে নামতে থাকেন। ৩য় তলায় নামার সময় এক মহিলা শ্রমিকের কাছ থেকে জানতে পারেন, ভবনের ৩য় তলার কয়েকটি পিলারে ফাটল ধরেছে। ভবন পরীক্ষা করার জন্যই এ ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। দুপুরের খাবার শেষে তিনি পুনরায় কারখানায় যান। তিনি দেখেন, রানা প্লাজার অন্যান্য কারখানা ছুটি দিয়েছে। কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম তলায় অবস্থিত ফ্যান্টম এ্যাপারেলস লিমিটেডে ও ইথার টেক লিমিটেড এর তত্বাবধায়ক কর্মকর্তারা তাঁদের কাজে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু ভবনে ফাটল ধরার কারণে শ্রমিকরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তত্বাবধায়ক কর্মকর্তারা শ্রমিকদের চাপে সেদিন ছুটি দিলেও পরদিন অর্থ্যাৎ ২৪ এপ্রিল ২০১৩ কাজে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্য শ্রমিকদের হাজিরা কার্ড রেখে দেন। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি কারখানায় কাজ করতে যান। তখন তাঁর পাশে থাকা সাবিহা আক্তার নামে একজন শ্রমিক তাঁকে বলেন, গতকাল কারখানায় সাংবাদিক ও ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, এই ভবনে ফাটল ধরেছে তাই এই ভবনে সকল কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। তখন তিনি সাবিহা আক্তারকে বলেন, ভবনটি যদি কাজ করার অনুপযুক্ত হতো তাহলে কারখানা বন্ধ থাকতো, সব শ্রমিকদের কাজে আসতে নিষেধ করতো। সকাল আনুমানিক ৮.৫৮ টায় তিনি দেখেন, কারখানার পশ্চিম দিকের শ্রমিকরা আর্তচিৎকার করে দৌড়ে পূর্ব দিকে গেটের কাছে যাচ্ছেন। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে তিনিও তাঁদের সঙ্গে দৌড় দিয়ে গেটের কাছে পৌঁছাতেই ছাদ থেকে এক টুকরো ইট খুলে এসে তাঁর মাথায় পড়ে। তিনি রক্তাক্ত হয়ে মেঝেতে পড়ে যান এবং পাশে থাকা কয়েকটি কার্টুন তার ওপরে পড়ে। তখন কারখানার একজন শ্রমিক তাঁর ওপর থেকে কার্টুনগুলো সরিয়ে দেয়। এরপর আবারো তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে দেখেন, সিঁড়ি নেই এবং চারিদিকে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখেন, পাশের জানালাটি ভেঙ্গে কয়েকজন শ্রমিক ৪তলা থেকে

লাফিয়ে মাটিতে পড়ছে। তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে লাফ দেন। তিনি মাটিতে পরে আহত হন। এরপর স্থানীয় উপস্থিত লোকজন তাঁকে সাভার ল্যাব জোন েস্পশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। নাজমা আক্তার আরো অভিযোগ করে বলেন, আহত শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ল্যাব জোন েস্পশালাইজড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহত শ্রমিকদের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে। তিনি বলেন, মাথায় ব্যান্ডেজ করা ও একটি স্যালাইন দেয়া বাবদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে ১৭৫০ টাকা আদায় করেছে।

রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপ। ছবিঃ অধিকার

ধ্বসে পড়া রানা প্লাজার পেছন (পূর্ব পাশ থেকে তোলা। ছবিঃ অধিকার)

লুৎফর রহমান (২১), আহত শ্রমিক, নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড, রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা

লুৎফর রহমান অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ি বগুড়া সদর উপজেলার মালগ্রাম এলাকায়। বর্তমানে তিনি সাভারে বাসা ভাড়া করে থাকেন। তিনি রানা প্লাজার ৭ম তলায় নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড এর বাটন সেকশনে ২ বছর ৩ মাস যাবত কাজ করছিলেন। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকাল ৮.০০টায় তিনি কারখানায় আসেন। সকাল আনুমানিক ৯.৪০টায় কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন, ভবনটির ৩য় তলার পিলারে ফাটল ধরেছে। তখন কারখানার মেকানিক ইনচার্জ রবিউল হোসেন মাইকে ছুটির ঘোষণা দেন এবং সবাইকে কারখানা থেকে চলে যেতে বলেন। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে রবিউল হোসেন আরো বলেন, মালিকের ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ছুটি দেয়া হলো, কিন্তু দুপুরের খাবারের পর আবারও কাজে যোগ দিতে হবে। দুপুরের খাবার শেষে তিনিসহ শ্রমিকরা যথারীতি কারখানায় যান। তিনি দেখেন, কারখানার সামনে মালিক ও সাংবাদিকসহ অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুর রহমান তাপস শ্রমিকদের বলেন, "আজকে আর কাজ করতে হবে না, আগামীকাল সকাল থেকে আবার কাজ শুরু হবেচ।

২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি কারখানায় গিয়ে প্রায় ৪০০ জন নারী ও ২০০জন পুরুষ শ্রমিক মিলে কাজ শুরু করেন। সকাল আনুমানিক ৮.৫৭ টায় বিদ্যুতের লোডশেডিং হয়। ৮.৫৮ টায় ভবনের প্রতিটি তলাতে থাকা জেনারেটর গুলো চালু হয়। তিনি বলেন, কারখানার পশ্চিম পাশে কাটিং সেকশন, মাঝখানে সুইং সেকশন এবং পূর্ব পাশে বাটন সেকশন। তখন কাটিং সেকশনে মড় মড় শব্দ হতে থাকলে শ্রমিকরা ভয়ে দৌঁড়ে পূর্ব দিকে গেটের কাছে যান। তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখেন, ৭ম তলার মাঝখানের অংশটুকু ধ্বসে পড়ছে। সকল শ্রমিক পূর্ব পাশে যাওয়ার পর ভবনের ঐ অংশটি দক্ষিণ দিকে হেলে যায়। তিনি তখন জানালার পাশে অবস্থান করছিলেন। তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে লাফ দেন এবং দক্ষিণ দিকে থাকা একটি গোডাউনের ছাদে

গিয়ে পড়েন। তখন স্থানীয় কয়েকজন লোক তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে সাভার ল্যাব জোন েস্পশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে যান এবং তিনি সেখানে চিকিৎসা নেন।

আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করছে উদ্ধার কর্মীরা। ছবিঃ অধিকার

রানা প্লাজা ধ্বসের পর লাশ উদ্ধার করে এভাবেই সারি সারি করে রাখা হয় অধর চন্দ্র মডেল হাইস্কুলের বারান্দায়। ছবিঃ অধিকার

মোঃ শিপন শেখ (২২), আহত শ্রমিক, নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড, রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা

মোঃ শিপন শেখ অধিকারকে জানান, রাজবাড়ী সদর উপজেলার আল্লাদীপুর গ্রামে তাঁর বাড়ী। তিনি রানা প্লাজার ৮ম তলায় নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেডের সুইং সেকশনে সাত মাস যাবত কাজ করেছেন।

২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯.৪৫টায় কারখানার তত্বাবধানকারীরা মাইকে ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে দুপুর পর্যন্ত কারখানার সব শ্রমিকের ছুটি। দুপুরের খাবারের পর সবাই আবার কাজে যোগ দেবেন। দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় তিনি কাজে

যোগ দেয়ার জন্য কারখানায় যান। তখন কারখানার সুপারভাইজার মেহেদী হাসান তাঁকে জানান, ৩য় তলায় ফাটল ধরেছে সেজন্য আজ আর ডিউটি হবে না। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় তিনি কারখানায় যান। সকাল আনুমানিক ৮.৩০টায় সাভার পৌর যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা তাঁকেসহ ৩০/৪০ জন শ্রমিককে ডেকে ভবনের ২য় তলায় নিয়ে যান। রানা তাঁদের বলেন, "তোমাদের ডিউটি করতে হবে না। তোমরা আমাদের সঙ্গে বিএনপির ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে মিছিলে যাবে। যদি না যাও তাহলে তোমাদের চাকরী চলে যাবেচ সে সময় বেশীর ভাগ শ্রমিক রাজি হয়ে সেখানে অবস্থান করলেও তিনিসহ কয়েকজন মিছিলে যেতে রাজী না হয়ে কাজে যোগ দেয়ার জন্য ৮ম তলায় ফিরে যান। সকাল আনুমানিক ৮.৪৫ টায় কারখানার প্রোডাকশন ম্যানেজার মোঃ রানা মাইক নিয়ে ঘোষণা দেন যে, "তোমরা সবাই কাজ কর। ভবনের ৩য় তলায় যে সমস্যা ছিল তা ঠিক হয়ে গেছেচ| সকাল আনুমানিক ৮.৫৮ টায় বিকট শব্দ হয় এবং মড়মড় করে ৮ম তলার ফিনিশিং সেকশনের এক অংশ ধ্বসে পড়ে। এসময় শ্রমিকরা আর্তচিৎকার দিয়ে ওঠে এবং যার যার মত প্রাণ বাঁচানোর জন্য নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। তিনিও ৮ম তলার দক্ষিণ পাশে খোলা জানালা দিয়ে নিচে লাফ দেন এবং নিচে বালির স্তুপের ওপর পড়ে সামান্য আহত হন। শিপন অধিকারকে আরো জানান, বিরোধী দল বিএনপি হরতাল দিলেই ভবন মালিক রানা কারখানা থেকে শ্রমিকদের নিয়ে হরতাল বিরোধী মিছিল করাতেন। সেদিনও মিছিল করার জন্য কারখানার শ্রমিকসহ বাইরে থেকে এলাকার লোকজনকে এনে ভবনের বিভিন্ন তলায় জড়ো করছিলেন।

ভবন ধ্বসে আটকে পড়ে আছে। ছবিঃ অধিকার

সুতলাল দাস (৪০), নিখোঁজ ডলি রাণী দাসের স্বামী, গ্রামঃ বিলপুর, থানাঃ সাল্লা, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

সুতলাল দাস অধিকারকে জানান, তাঁর স্ত্রী ডলি রাণী দাস রানা প্লাজার ৩য় তলায় নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এ কাজ করতেন। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় তাঁর স্ত্রী কারখানায় যায়। কিন্তু সেদিন রানা প্লাজা ধ্বসের পর থেকে এখন পর্যন্ত ডলি রাণী দাসের কোন খোঁজ পাননি।

১২ মে ২০১৩ লাশ সনাক্ত করার জন্য তাঁর শ্যালক উৎপল দাসের রক্ত ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে দিয়ে আসেন। ডলি রাণী দাসের নিখোঁজের বিষয়ে তিনি সাভার মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। যার নম্বর-১২৮৫; তারিখ- ২৪/৫/২০১৩। তিনি অভিযোগ করেন, এ পর্যন্ত তিনি কোন ধরনের সাহায্য পাননি।

নিখোঁজদের খোঁজে স্বজনরা। ছবিঃ অধিকার

জাবেদ মোস্তফা, ষ্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর, সাভার, ঢাকা

জাবেদ মোস্তফা অধিকারকে জানান, ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় রানা প্লাজায় অবস্থিত নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেডের এক শ্রমিক তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, কারখানার ভেতরে ভবনের ৩য় তলায় তিনটি পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ভবন ধসে পড়ার আতঙ্কে শ্রমিকরা চলে যাচ্ছে।

তিনি এ খবর শুনে রানা প্লাজায় যান। ভবনের ফাটল দেখার জন্য ৩য় তলায় যেতে চাইলে দারোয়ান তাঁকে বাধা দেন এবং বলেন, "মালিকের নির্দেশে সাংবাদিক প্রবেশ নিষেধ"। একটুপরেই সাভার এলাকার স্থানীয় প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক ভবনের ফাটল দেখার জন্য সেখানে পৌঁছান। তখন তিনি রাজ্জাকের সঙ্গে তিন তলায় ভবনের ভেতর ঢুকে পড়েন। ভবনের ভেতরে থাকা নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেডের পরিচালক মাহমুদুর রহমান তাপস তাঁকে জানান, এই ভবনে সাংবাদিক থাকা যাবেনা। এক পর্যায়ে তাপসের সঙ্গে তাঁর বাকবিতন্ডা হয়। তাপস তাঁকে দারোয়ান ডেকে সেখান থেকে বের করে দেন। তিনি ভবনের বাইরে এসে সাভার প্রেসক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে ঘটনাটি জানান।

কিছুক্ষণ পরে ২৫/৩০ জন সাংবাদিক রানা প্লাজার সামনে আসেন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা ভবনের ভেতরে ঢুকে ছবি তুলতে চাইলে মালিক-কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাধা দেন। এর একটু পরেই কারখানার শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে ভবনের বাইরে চলে আসেন। সকাল আনুমানিক ১১.৪৫ টায় সাভার পৌর যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা ভবনের সামনে আসেন। সোহেল রানা সাংবাদিকদের নিয়ে বেইজমেন্টে তাঁর অফিসে যান। সেসময় রানা সাংবাদিকদের জানান, "ভবনে ফাটল কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা নয়। এই বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশ করার দরকার নেই" তখন তিনি রানাকে জানান, এক শ্রমিককে দিয়ে তিনি পিলারের ফাটলের ছবি তুলিয়েছেন। ছবি দেখে জাবেদ মোস্তফার মনে হয়েছে ভবন যে কোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। তখন রানা তাঁকে জানান, সকল কারখানা বন্ধ ঘোষনা করা হবে। এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করতে রানা তাঁকে নিষেধ করেন।

তিনি প্রকৌশলী আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে জানতে পারেন, ভবনটি পরিদর্শন করে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ বলে রানাকে জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে ভবনটির নিরাপত্তার স্বার্থে বুয়েট[১৫] এবং রাজউকের প্রকৌশলী এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন, আভ্যন্তরীন সমস্যার কথা বলে শ্রমিকদের সেদিনের বাকী সময় ছুটি দেয়া হয়েছে। পরে তিনি তাঁর অফিসে যান এবং সাভারে বহুতল ভবনে ফাটল, পাঁচ কারখানায় ছুটি ঘোষণা শিরোনামে একটি সংবাদ পাঠান। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ প্রতিবেদনটি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ সোহেল মিয়া নামে এক লোক তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, তিনি রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার লোক। সোহেল জানতে চেয়েছেন তিনি কেন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এতে সোহেল রানা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু আধ ঘন্টা পরই সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় ভবন মালিক

[১৫] বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সোহেল রানা তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, সকাল ৯.০০টায় রানা প্লাজার সামনে থেকে হরতাল বিরোধী এক মিছিল বের করা হবে। মিছিলে উপস্থিত থাকবেন সাভারের এমপি তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদ। সেই প্রতিবেদন করার জন্য রানা তাঁকে রানা প্লাজার সামনে উপস্থিত থাকতে বলেন। তিনি রানা প্লাজায় আসার জন্য রওনা দেন। সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় এক লোক তাঁকে জানান, রানা প্লাজা ধসে পড়েছে। এখবর শুনে তিনি এমপি মুরাদ জংকে মোবাইলে ফোন করে জানতে চান, তিনি কোথায়? এমপি মুরাদ জং তাঁকে জানান, হরতাল বিরোধী মিছিল করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রানা প্লাজার সামনে যাচ্ছেন। তখন তিনি মুরাদ জংকে বলেন, রানা প্লাজা ধসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরেই জাবেদ মোস্তফা রানা প্লাজার সামনে আসেন এবং উপস্থিত এক লোকের কাছে জানতে পারেন, সোহেল রানা ভবনের বেইজমেন্টে আটকা পড়েছিলেন। সেখান থেকে রানার লোকজন উত্তর পাশের একটি জানালা দিয়ে তাঁকে বের করার পর তিনি পালিয়ে যান। এই সময় সেখানে উপস্থিত হন হাজার হাজার লোক এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। শুরু হয় উদ্ধার তৎপরতা। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় আহত অনেক লোককে এবং নিহত অনেকের লাশ। তিনি তা সামনে থেকেই পর্যবেক্ষণ করেন।

জাবেদ মোস্তফা অধিকারকে জানান, সোহেল রানা প্রত্যেক বারই হরতাল বিরোধী মিছিলসহ পোশাক কারখানার শ্রমিকদের দিয়ে সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, পিকেটিংসহ অন্যান্য কাজ করাতেন।

২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকাল রানা প্লাজার ৩য় তলার পিলারের ফাটল। ছবিঃ সংগৃহীত

রবীন্দ্রনাথ সরকার (৬৭), খসরু বাগান, ৩৯/বি, মজিদপুর, সাভার পৌরসভা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ সরকার অধিকারকে জানান, রানা প্লাজার দক্ষিণ পাশের ভবনটি তাঁর বাসা। ১৯৮৯ সালে সাভার বাস স্ট্যান্ডের দক্ষিণ পাশে ছোট বলিমেহের মৌজায় ১৫,১৬,১৭,২৩ নম্বর দাগের জমি থেকে ২০৮ শতাংশ জমি গণফোরাম নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছ থেকে তিনি এবং রানার বাবা আব্দুল খালেক একসঙ্গে ক্রয় করেন। সে সময় তিনি ১২৬ শতাংশ এবং আব্দুল খালেক ৮২ শতাংশ জমির মালিক হন। এর পর তিনি বিভিন্ন সময়ে ১২৬ শতাংশ জমি থেকে ৪৫ শতাংশ জমি বিভিন্ন জনের কাছে প্লট আকারে বিক্রি করেন। ২০০১ সালে রানা তাঁর জমির সীমানা ভেঙ্গে ২৭ শতাংশ জায়গা দখল করে নেন। এই ঘটনায় তিনি রানার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই সময়ে রানার বাবা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বাড়ি ছাড়া করা হয়। জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রায় ছয় মাস পর সাভারের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে দেনদরবার করে তিনি সাভারে ফিরে আসেন এবং তখন বেদখল হওয়া জমিটুকু ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০০৭ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনি

সেনাবাহিনীর কাছে ২৭ শতাংশ জমির ব্যাপারে অভিযোগ দেন। ২০০৮ সালে তিনি সে জমি ফেরত পান। ১৯৮৯ সালে আব্দুল খালেক এবং তিনি একত্রে জমি কেনার পর ২০০৮ সালে তা ভাগ-বাটোয়ারা করেন।

বাটোয়ারার সময় রানা প্লাজা ভবনের পূর্ব দিকে ৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ দিকে প্রায় ২.৩৩ শতাংশ জমি জোর করে সোহেল রানা দখল করে নেয়। রানা যেহেতু সাভার পৌর যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং এমপি মুরাদ জং এর ঘনিষ্ঠ; তাই রানার বিরুদ্ধে কথা বলার কোন সাহস তাঁর নেই।

২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে তিনি রানা প্লাজার দক্ষিণ পাশ সংলগ্ন বাসায় ছিলেন। সকাল আনুমানিক ৮.৫৮টায় হঠাৎ করে রানা প্লাজার উত্তর পাশের দেয়াল ভেঙ্গে তাঁর ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। এসময় ইটের আঘাতে তাঁর স্ত্রী আহত হন। তিনি তাড়াতাড়ি করে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাসার বাইরে চলে আসেন।

দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় তিনি ঘরের ভেতর আলমারিতে থাকা তাঁর স্ত্রীর মূল্যবান গয়না নেয়ার জন্য যান। সে সময় সোহেল রানার লোকজন তাঁকে বলেন, এই ঘরে যাওয়া যাবেনা। ভবন কাঁপছে এই কথা বলে তাঁকে ভবন থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। পরে তিনি জানতে পারেন, বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর বাসার কাজের মেয়ে শুক্লা সরকার এবং রানা প্লাজার দক্ষিণ দিকে লাগানো তাঁর গোডাউনের কর্মচারী জাফর সাদেক, নিশাদ এবং আব্দুস সালাম ভবন চাপায় মারা গেছেন। ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সকালে তিনি আবার তাঁর ঘরে যান। তিনি দেখতে পান, আলমারী ভাঙ্গা তাঁর স্ত্রীর মূল্যবান গয়না এবং নগদ টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তিনি সাভার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন। রানা প্লাজার পাশে তাঁর দোকান ছিল তাও বিধ্বস্ত হয়। রানা প্লাজা ধ্বসের পর সব কিছু মিলিয়ে তাঁর আনুমানিক ৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান |

জান্নাতুল ফেরদৌস, শহর পরিকল্পনাবিদ সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা

জান্নাতুল ফেরদৌস অধিকারকে জানান, ২০০৫ সালে তন্ময় হাউজিং লিমিটেড ৬ তলা এবং ২০০৮ সালে আব্দুল খালেক ৬ তলা থেকে ১০ তলা করার জন্য সাভার পৌরসভায় আবেদন করেছিলেন এবং তাঁরা অনুমতি পান। কিন্তু ১৯৯৫ সালের মহাপরিকল্পনা এবং ২০১০ সালের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর জারি করা ডিটেল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) অনুযায়ী রানা প্লাজা এলাকাটি আবাসিক হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে।

বিঃ দ্র ঃ- কোন্ আইনের উপর ভিত্তি করে সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী রেফাত উল্লাহ ভবন নির্মানের জন্য অনুমতি দেন। এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য জন্য অধিকারের তদন্ত টিম একাধিকবার মেয়র রেফাত উল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি পলাতক থাকার কারণে তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা

প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা অধিকারকে জানান, রানা প্লাজার মালিকের উচিত ছিল ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে বহুতল ভবন নির্মানের জন্য রাজউকের অনুমতি নেয়া, কিন্তু তিনি তা নেননি। ড্যাপ অনুসারে সাভার পৌরসভা রাজউক এর আওতাধীন এলাকা হলেও জনবল কম থাকার কারনে রাজউক সাভার এলাকায় কার্যক্রম পরিচলনা করতে পারেনি। সাভার এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সাভার পৌরসভা। রানা প্লাজার ১০ তলা ভবন তৈরির অনুমতি ছিল অবৈধ। রানা প্লাজা ধ্বসের পর সাভার পৌরসভার ব্যবস্থা নেয়ার কথা থাকলেও তারা তা না করায় রাজউকের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে।

মনিরুল ইসলাম (৪০), কাজী সায়ফুল ইসলামের শ্যালক, মৌতলা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা

মনিরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, তন্ময় হাউজিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী সায়ফুল ইসলাম তাঁর বোনের স্বামী ছিলেন। সায়ফুল জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, সায়ফুল ইসলামের সঙ্গে ঢাকা জেলার সাভার থানার আব্দুল খালেক এবং সোহেল রানার মধ্যে একটি ভবন নির্মানের জন্য চুক্তি হয়। সায়ফুল খুলনার একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে সেখান থেকে অর্জিত টাকা রানা প্লাজায় বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ভবনের ২য় তলা সম্পন্ন হওয়ার পর সোহেল রানা ও আব্দুল খালেক চক্রান্ত করে সায়ফুলকে সাভার থেকে তাড়িয়ে দেন। সেই টাকার জন্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে ২০০৯ সালের ২৩ নভেম্বর সায়ফুল ইসলাম মারা যান। সায়ফুলের অবর্তমানে তার স্ত্রী মকিমা সুলতানা ঐ সম্পত্তির

উত্তরসূরি হন। এরপর চুক্তির শর্তমতে তাঁর বোন সায়ফুলের স্ত্রী মকিমা সুলতানা রানা প্লাজার অংশীদারিত্ব নিয়ে আব্দুল খালেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেও এর কোন প্রতিকার পাননি।

আনিসুর রহমান, সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার, এশিয়ান দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি), বাড়ী-৫৩১/৪, লেন-১১, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬

আনিসুর রহমান অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধ্বসের পর নগর পরিকল্পনা ও ঝুঁকি মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থলে যায় এবং ভবনের দেয়াল ও মেঝে পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে, নিয়ম অনুযায়ী দেয়াল বা মেঝেতে ব্যবহৃত উপাদানের মিশ্রনের অনুপাত সঠিক ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী ছাদ ঢালাই কিংবা পিলার করতে গেলে মিশ্রনের অনুপাত হবে এক বস্তা সিমেন্ট দুই বস্তা বালু ও তিন বস্তা সুড়কি। কিন্তু সেখানে রানা প্লাজার ভবনের মিশ্রনের অনুপাত ছিল অর্ধেক বস্তার চেয়ে কম সিমেন্ট, তিন বস্তা বালু ও তিন বস্তা সুড়কি। কোন আবাসিক ভবনের চেয়ে বানিজ্যিক ভবন দুই থেকে তিন গুন শক্তিশালী হতে হয়। কিন্তু রানা প্লাজায় এর কিছুই করা হয়নি। রানা প্লাজার একাধিক তলায় ভারী জেনারেটর বসানো হয়েছিল। এছাড়াও এটা রানা প্লাজা বানিজ্যিক ভবন হওয়ায় নিয়মিত রাত সাড়ে আটটার দিকে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যেত। অতিরিক্ত সময়ে ভবনের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ ব্যবসাসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজ করানোর জন্য সারা রাত জেনারেটর চালানো হতো। এক দিকে কয়েক হাজার সেলাই মেশিনের ভার অন্যদিকে চলমান জেনারেটর এর ভার। এতে করে ভবনের আয়ুস্কাল কমতে থাকে ও এক পর্যায়ে দশ তলা সম্পন্ন করার আগেই ভবনটি ধ্বসে পড়ে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সচিব, বিজিএমইএ, পান্থপথ, ঢাকা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অধিকারকে জানান, নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৮ এবং বিজিএমইএ এর সদস্য নম্বর ৪৫৭৯; ফ্যান্টম অ্যাপারেলস লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৪, সদস্য নম্বর ১৮৯৬; ইথার টেক্স লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৯, সদস্য নম্বর ৪৮৫৪; ফ্যান্টম টেক্স এর প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৮, সদস্য নম্বর ৪৬৩৩; নিউ ওয়েব স্টাইল এর প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩ এবং সদস্য নম্বর ৩৬৭৯। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, রানা প্লাজা তৈরি করার পর নিউ ওয়েভ বটম, ফ্যান্টম টেক্স, ইথার টেক্স নামের তিনটি প্রতিষ্ঠান এই ভবনে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া নিউ ওয়েভ স্টাইল এবং ফ্যান্টম অ্যাপারেলস অন্য জায়গা থেকে রানা প্লাজায় স্থানান্তরিত হয়।

অধিকার কথা বলার সময় জানতে পারে নতুন একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করার জন্য বিজিএমইএ এর ২০ টি শর্তপূরণ করতে হয়। কোন পোশাক কারখানা পরিবর্তনের জন্য ৮ শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু রানা প্লাজায় অবস্থিত পাঁচটি গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে সেসব শর্ত পূরণ করা হয়নি। এর মধ্যে অন্যতম হল ১৭ নম্বর শর্ত। এই শর্ত অনুযায়ী এমআইইবি সনদপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে অবকাঠামোর নকশা পরীক্ষা করা হয় নাই। যদিও বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে তা স্বীকার করা হয়নি।

শহিদুল্লাহ আজিম, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, পান্থপথ, ঢাকা

শহিদুল্লাহ আজিম অধিকারকে বলেন, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধ্বসের পর ১০ মে ২০১৩ বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে রানা প্লাজায় অবস্থিত ৫টি গার্মেন্টস এর পোশাক শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দেয়া শুরু হয়। ২০ মে ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ২৮০০ শ্রমিকের বেতন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন দেয়া হয়। যাঁরা এক মাসের কম কাজ করেছেন তাঁদের এক মাসের পুরো বেতন, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য (৬০ ঘন্টা ধরে) পুরো বেতন দেয়া হয়েছে। যাঁরা তিন মাসের বেশি কাজ করেছেন তাঁদের এক মাসের পুরো বেতন, অতিরিক্ত সময়ের পুরো বেতন ও নোটিশের ভিত্তিতে এক মাসের মূল বেতন দেয়া হয়েছে। যাঁরা এক বছরের বেশি কাজ করেছেন তাঁদের এক মাসের পুরো বেতন অতিরিক্ত সময়ের বেতন যে কয় বছর কাজ করেছেন সেই কয় বছরের মূল বেতন সঙ্গে ছুটির টাকা (৪০ দিনের মজুরি) দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

মোসাম্মত আমেনা বেগম, পোশাক শ্রমিক, নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড (৮ম তলা), রানা প্লাজা

মোসাম্মত আমেনা বেগম অধিকারকে জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঙ্গারামপুর থানার বাঁশগড়ি গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি রানা প্লাজার ৮ম তলায় অবস্থিত নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড এর সুইং অপারেটর হিসেবে ৬ মাস যাবৎ কাজ করেছেন। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধ্বসের পর তিনি ভবনে আটকা পরেন। এরপর উদ্ধার কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি প্রতি মাসে অতিরিক্ত সময়সহ কাজের জন্য মোট বেতন পান প্রায় ৮,৫০০ টাকা। ভবন ধ্বসের পর বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে শ্রমিকদের

বকেয়া বেতন দেয়া হয়। তিনি বকেয়া বেতন বাবদ ৯,৫০০ টাকা পেয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বিজিএমইএ এর কাছ থেকে তিনি অতিরিক্ত কোন টাকা পাননি। শ্রম আইনের নিয়ম অনুযায়ী রানা প্লাজা ধ্বসের পর ঠিকভাবে যদি তাঁর বেতন দেয়া হতো তাহলে তাঁর বেতন আসতো ১৫,০০০ টাকার ওপরে। তিনি বলেন, বিজিএমইএ শুধু কাগজে কলমে হিসাব করে বাস্তবে কিছুই করেনা।

রানা প্লাজার ধ্বংস স্তুপ। ছবি অধিকার

মেজর মোঃ রুহুল আমীন, নবম পদাতিক ডিভিশন, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

মেজর মোঃ রুহুল আমীন অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তিনি উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে পারেন, সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি নয় তলা ভবন ধ্বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নবম পদাতিক ডিভিশনের বিভিন্ন কোরের সৈনিকরা মেডিকেল টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উদ্ধার কাজ শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত সাধারণ মানুষ ঘটনা স্থলে এসে উদ্ধার কাজে যোগ দেন। উদ্ধার কর্মীরা উদ্ধার কাজ শেষ করা পর্যন্ত রানা প্লাজা ভবন থেকে ৩,৫৫৩ জনকে উদ্ধার করেন। এর মধ্যে ১,১১৫ জনকে মৃত এবং ২৪৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তাঁদের সঙ্গে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিসের লোকজন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উদ্ধার কাজে সাহায্য করেন।

সেনাবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারের প্রাপ্ত তথ্য-

তারিখ	জীবিত উদ্ধার	মৃত উদ্ধার
২৪-০৪-২০১৩ থেকে ২৬-০৪-২০১৩ পর্যন্ত	২৩৯৭	৩২৭
২৭-০৪-২০১৩	১০	৩২
২৮-০৪-২০১৩	৩০	৪
৩০-০৪-২০১৩	০	১০
১-৫-২০১৩	০	৩০
২-৫-২০১৩	০	৫৭
৩-৫-২০১৩	০	৫৪
৪-৫-২০১৩	০	৩২
৫-৫-২০১৩	০	৬৪
৬-৫-২০১৩	০	৫৭
৭-৫-২০১৩	০	৭৯

৮-৫-২০১৩	০	১১৭
৯-৫-২০১৩	০	১৩৮
১০-৫-২০১৩	১	৬৩
১১-৫-২০১৩	০	৪০
১২-৫-২০১৩	০	১১
১৩-৫-২০১৩	০	০
১৪-৫-২০১৩	০	০
মোট =	২৪৩৮	১১১৫

প্রথম পর্যায়ে কোন প্রকার ভারি যন্ত্রপাতি ছাড়াই উদ্ধার কাজ করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০১৩ থেকে শুরু হয় ২য় দফার উদ্ধার কাজ। সেখানে ব্যবহার করা হয় বুলডোজার, হাইড্রোলিক হ্যামারসহ ভারী যন্ত্রপাতি। ১৪ মে ২০১৩ দুপুর ১২.৪৫ টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ধার কাজ শেষ হয় বলে তিনি জানান।

উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পর রানা প্লাজার জায়গা। ছবিঃ অধিকার

কাজী নুরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন কক্ষ, ঢাকা

কাজী নুরুজ্জামান অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধসের পর ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমদ খান এর নেতৃত্বে সকাল আনুমানিক ৯.০৮ টায় সাভারের রানা প্লাজার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর, সাভার ফায়ার স্টেশন, মিরপুর ফায়ার স্টেশন, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স ইপিজেড ফায়ার স্টেশন, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন, টঙ্গী ফায়ার স্টেশন, নারায়নগঞ্জ ফায়ার স্টেশন ও কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের ৮১২ জন কর্মী শিফ্ট করে উদ্ধার অভিযানে কাজ করেন। ১৪ মে ২০১৩ দুপুর ১২.৪৫ টায় উদ্ধার কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসেন।

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান অধিকারকে জানান, উদ্ধার কর্মীরা ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯.১৫টা থেকে রানা প্লাজার ধ্বংস স্তুপ থেকে আহত রোগী আনতে থাকেন। ১৮ মে ২০১৩ মে পর্যন্ত ১৬৯৫ জন আহত রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়। এদেঁর মধ্যে ১০২০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ৬৭৫ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়। ভর্তি করা ৩ জন রোগী

হাসপাতালে মারা যান। এঁরা হলেন রিহাত, যাঁর হাসপাতালের ভর্তি রেজিঃ নং ২২৬৪, রবিউল রেজিঃ নং ২২৮৪ সাবরিনা রেজিঃ নং ২৩৪৯।

আশীষ কুমার মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

আশিষ কুমার মজুমদার অধিকারকে জানান, রানা প্লাজা ধ্বসের পর ২৫ মে ২০১৩ পর্যন্ত যে সব লাশের পরিচয় জানা যায়নি সে সব লাশের আত্মীয় দাবি করে ৫১৫ জন ডিএনএ পরীক্ষা করার জন্য রক্ত দিয়েছেন। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ৩১৬ টি লাশের আলামত নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নেয়া হয়েছে ১৮৪ টি লাশের আলামত এবং সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নেয়া হয়েছে ১৩২ টি লাশের আলামত। কিন্তু অজ্ঞাত অবস্থায় লাশ দাফন করা হয়েছে ২৯১ টি লাশ আর ডিএনএ পরীক্ষার জন্য লাশের আলামত পাওয়া গেছে ৩১৬ টি। অতিরিক্ত ২৫ লাশের আলামত কোথা থেকে এসেছে এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে অধিকারকে জানান।

মোঃ একরামুল হক, জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা, ঢাকা

মোঃ একরামুল হক অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে রানা প্লাজা ধ্বসের পর থেকে ১৪ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৪৫ পর্যন্ত মৃত ১১১৫ জন এবং জীবিত ২৪৩৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ১৫ জন। ৮৪০ টি লাশ সনাক্ত করে লাশগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ টি লাশ ভুল করে নিয়ে কবর দেয়া হয়। যেসব জেলায় ঐলাশ গুলো দাফন করা হয়েছে, সেখানে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে লাশের আলামত নিয়ে আসা হয়েছে। নাম পরিচয়বিহীন ২৯১ টি লাশের ডিএনএ আলামত সংগ্রহ করে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তিনি জানান, সরকারি হিসাব মতে, ২৯৮৪ জন রোগী সাভারের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে ১৪২৫ জন রোগী প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। ১৫১৭ জন রোগী বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজে ৯৬৯ জন, নিউ দ্বীপ ক্লিনিক এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারে ১৫ জন, দ্বীপ ক্লিনিকে ৩৩ জন, রাজিয়া ক্লিনিক এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারে ৪৯ জন, প্রাইম হাসপাতালে ৭১ জন, মেডি এইড মেডিকেল সার্ভিসে ২ জন, ল্যাব জোন স্পেশালাজইড হাসপাতালে (ইউনিট-১) ২৮ জন, ল্যাব জোন হাসপাতালে ৪০ জন, সেবা ক্লিনিকে ১৯ জন, মুক্তি হাসপাতালে ১৫ জন, সীমা জেনারেল হাসপাতালে ৫২ জন, পলাশ হাসপাতালে ৩২ জন, এনসি হাসপাতালে ৩ জন, রোজ হাসপাতালে ৩৯ জন, সুপার ক্লিনিক এন্ড ডায়গনস্টিক হাসপাতালে ৬৮ জন, সাভার জেনারেল হাসপাতালে ৩০ জন, সাভার আধুনিক হাসপাতালে ৮ জন, রুমি জেনারেল হাসপাতালে ১ জন, রাবেয়া ক্লিনিকে ২৫ জন, নিউ আল মদিনা ক্লিনিকে ১ জন ও জামাল ক্লিনিক এ ১৭ রোগী ভর্তি ছিলেন। যাঁদের লাশ এখনো সনাক্ত করতে পারা যায়নি, তাঁদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে একটি তালিকা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৩২ জন নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির তালিকা করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ সর্ম্পকে তিনি জানান, রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহত ৮৪০ টি পরিবারের কাছে সরকারি অনুদান হিসেবে প্রাথমিক ভাবে প্রত্যেককে ২০,০০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে এবং আহত ৯৮১ জনকে ৫০০০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে।

লাশ নিয়ে যাচ্ছে পরিবারের লোকজন। ছবিঃ অধিকার

মেজর কেএম আরিফুল ইসলাম, কম্পানী কমান্ডার, র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

মেজর কেএম আরিফুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে পরার পর সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর সহযোগিতায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়।

তিনি জানান, ১৩ মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় র‍্যাব-৪ এর সদস্যরা ও উদ্ধার কর্মীরা ভবনের বেইজমেন্টে সোহেল রানার অফিস পর্যন্ত পৌঁছান। র‍্যাব সদস্যরা অফিস রুমের পাশে একটি স্টোর রুম থেকে চারটি চাপাতি, তিনটি রামদা, ১৮ বোতল ফেনসিডিল, ১৫ ক্যান বিয়ার, একটি করাত ও একটি শিকল উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, অস্ত্রসহ উদ্ধারকৃত জিনিসগুলো সাভার মডেল থানায় জমা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কোন মামলা হয়েছে কিনা তিনি তা জানেন না বলে জানান।

এবিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি আসাদুজ্জামানের কাছে জানাতে চাওয়া হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

মোঃ আসাদুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), সাভার মডেল থানা, ঢাকা

মোঃ আসাদুজ্জামান অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে জানতে পারেন, সাভার বাসষ্ট্যান্ডের কাছে রানা প্লাজা ধ্বসে পড়েছে। তিনি সেখানে যান এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে ঘটনাটি জানান। পর্যায়ক্রমে সাভার মডের থানার সব পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার কাজে নিয়োগ করা হয়। রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অথরাইজড অফিসার হেলাল আহমেদ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে আসামী করে ইমারত আইনের ১২[১৬] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর- ৫৩, তারিখ- ২৪/৪/২০১৩। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ এসআই ওয়ালী আশরাফ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানা, তাঁর বাবা মোঃ আব্দুল খালেক, 'ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড' এবং 'ফ্যান্টম টেক' এর চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, 'ফ্যান্টম টেক' লিমিটেড এর স্প্যানিস ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড মেয়ের রিকো, ইথার টেক এর চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান এবং 'নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এবং 'নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড এর চেয়ারম্যান বজলুস সামাদ আদনানসহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে দন্ডবিধির ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/ ৩৪[১৭] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৫৫; তারিখ: ২৪/৪/২০১৩। মামলা ২টি ২৭ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত এসআই মোঃ কাইসার মাতুব্বর তদন্ত করেছেন। ২৮ এপ্রিল ২০১৩ মামলা দুইটি তদন্তের জন্য ডিবিতে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে মামলা দুইটি ১৪ মে ২০১৩ পর্যন্ত তদন্ত করেন পুলিশ পরিদর্শক মীর শাহীন শাহ পারভেজ। এরপর ১৫ মে ২০১৩ মামলা দুইটি সিআইডিতে স্থানান্তরিত হয় বলে জানান।

এসএম আলমগীর, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), ধামরাই থানা, ঢাকা

এসএম আলমগীর অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল ৮.৫৮ টায় সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসের পর গোয়েন্দা শাখার এসআই মীর শাহীন শাহ পারভেজ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে আসামী করে অস্ত্র আইনে ১৯(এ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৪, তারিখ- ৬/৫/২০১৩। এছাড়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি) ধারায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলা দুইটি সিআইডির এএসপি বিজয় কৃষ্ণ কর তদন্ত করছেন বলে জানান।
এছাড়া পোশাক শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলমের এর স্ত্রী শিউলী আক্তার বাদী হয়ে গত ৫ মে ২০১৩ ঢাকা মহানগর মুখ্য বিচারক হাকিমের আদালতে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা, নিউ ওয়েভ স্টাইল গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুস সামাদ আদনান এবং সাভার পৌরসভার প্রধান প্রকৌশলী ইমতেমাম হোসেন বাবুকে আসামী করে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।

বিজয় কৃষ্ণ কর, সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা

বিজয় কৃষ্ণ কর অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধ্বসের পর যেসব মামলা হয়েছে তিনি সেসব মামলার তদন্ত করছেন। মামলার আসামী হিসেবে ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ রাতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ বিজিএমইএ এর ভবন থেকে নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেডের চেয়ারম্যান বজলুস সামাদ আদনান ও পরিচালক মাহমুদুর রহমান তাপসকে আটক করে। ২৮ এপ্রিল ২০১৩ দুপুরে যশোর এর বেনাপোল থেকে র‍্যাব সদস্যরা সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ২৯ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ মগবাজারের একটি বাসা থেকে সোহেল

[১৬] ইমারত নির্মান আইন, ১৯৫২

[১৭] বাংলাদেশ দ-বিধি, ১৮৬০। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?act_name=&vol=&id=11

রানার বাবা আব্দুল খালেককে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন অবস্থায় রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তিনি আর কিছু বলতে রাজী হননি।

২৮ এপ্রিল ২০১৩ দুপুরে যশোরের বেনাপোল থেকে ভারতে পালানোর সময় সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোয়াইব হোসেন (৪৫), ইমাম, জুবাইন কবরস্থান, জুবাইন, ঢাকা

সোয়াইব হোসেন অধিকারকে জানান, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসের পর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এর কর্মকর্তারা রানা প্লাজার অজ্ঞাত লাশ কবরস্থানে এনে দাফন শুরু করেন। কবরস্থানের হিসাবে ১ মে ২০১৩ থেকে ২০ মে ২০১৩ পর্যন্ত নিহত শ্রমিকদের ২৯১টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ২৩৫টি নারী ও ৫৬ টি পুরুষের লাশ।

শিল্প মালিক ও সরকারের দায়মুক্তি

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনায় অনেক শ্রমিক হতাহত হলেও দুর্ঘটনা কবলিত কারখানাগুলোর মালিকদের কখনই কোন বিচারের আওতায় আনা হয়নি। এই শিল্প কারখানাগুলোর মনিটরিং এর দায়িত্বে থাকা ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর বা সরকারী কর্মকর্তাদেরও কোন বিচার হয়নি। ফলে অবহেলা ও অন্যায়ের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় এই জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই ও বেতন ভাতা না দেয়ার সঙ্গে জড়িত অনেক মালিকের বিরুদ্ধে কখনই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রে শিল্প মালিক ও সরকারের দায়মুক্তি প্রকট।

অধিকার এর সুপারিশ-

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়কে প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে যার সঙ্গে জড়িত সামগ্রিক আইন তৈরির প্রক্রিয়া এবং শ্রমিকদের অধিকারের প্রয়োগ ও তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি। সেই সঙ্গে ১) তথাকথিত উন্নয়ন নীতিমালা, যা প্রতিনিয়ত কাল্পনিক উন্নয়নের সূচক সৃষ্টি করে অথচ এর কারনে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের ব্যাপক সংখ্যাক জনগণ বিশেষ করে যুব সমাজ। আর এর লাভের মুখ দেখে শুধুমাত্র গোটা কয়েক ব্যক্তি। ২) এমন এক অধীনতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা অসম অনিয়ন্ত্রিত এবং নিবর্তনমূলক বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয় যেখানে এবং কারখানার মালিকরা একটি অশুভ ঐক্য গড়ে তোলে শ্রমিকদের শোষন ও তাদের রক্ত চোষার জন্য। ৩) একটি অগনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় না। ৪) একটি দুর্বৃত্তায়িত শিল্প সংস্কৃতি যেকানে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে জন্য নিশ্চিত না করে তাদের বাস্তবিক অর্থেই হত্যার ফাঁদে ফেলার মত পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় এবং তাঁদেরকে কারখানার ভেতরে তালা-চাবি দিয়ে কাজের সময় আটকে রাখা হয়। ৫) নূনতম আইন যা কারখানা শ্রমিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, তা কখনই বলবৎ করা হয় না। ৬) কারখানা ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও অশুভ যোগসাজসের কারনে। ৭) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল বা শিল্প পুলিশ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের

কর্তব্য পালন করা। এখানে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাহীনতা বা ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স কিভাবে বন্ধ করা যায় , কিভাবে বিল্ডিং সেফটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় বা স্থানীয় সরকারকে কিভাবে এই ব্যাপারে শক্তিশালী করা যায়, তা কখনই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠে নাই।

একদিকে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোতে জনমত গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে নীচে বিষয়গুলোতে দাবী জানানোর জন্য অধিকার সবসময় তার অবস্থান ঘোষনা করেছে।

১. রানা প্লাজা ভবনের বেআইনী অনুমোদন দেয়ার সঙ্গে জড়িত সাভার পৌরসভার কর্তৃপক্ষ সহ এই ব্যাপারে জড়িত রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
২. ভবন ঝুকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের কারখানায় জোর করে প্রবেশ করানোর সঙ্গে জড়িত সোহেল রানা ও ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে দায়ী করে হত্যা মামলা দায়ের করতে হবে।
৩. ভবন মালিক সোহেল রানা, আব্দুল খালেক, রাজউক কর্তৃপক্ষ, সাভার পৌরসভার চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী, ভবনের অনুমতি প্রদানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার করতে হবে। রাজউক চেয়ারম্যানকে এই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।
৪. রাজউক এর যদি জনবল কম থাকে তাহলে তাদের ভবন নির্মানের তদারকি থেকে বিরত থাকতে হবে। আর সঠিক দায়িত্ব পালন না করতে পারলে রাজউকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫. বিদেশী ব্যবসায়ীদেরকে দায়বদ্ধ করার জন্য অধিকার আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। কারণ এক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীদের দায়মুক্তি প্রকট।
৬. পোশাক শিল্প বৃহত্তর পরিসরে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ভবন কোড অনুসরন, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও এর নিয়মিত মহড়া উন্নত করতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরী, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা দেয়া যাবে না। পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষামূলক কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে এবং সরকারকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র তৎপর হলে এই শিল্পকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।
৭. আহতদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করতে হবে। আহতদের চিকিৎসা সরকার ও বিজিএমইএ কোথায় কিভাবে করাচ্ছে তা জনগণকে জানাতে হবে ও আহতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঘটনার পর অনেক শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকদের শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভবন ধ্বংসে শ্রমিকদের মানসিক সমস্যার কারনে তাঁদের মনোচিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।
৮. রানা প্লাজায় নিহত পরিবারগুলোকে শুধুমাত্র ১ লক্ষ টাকা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না । নিহতদের ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানদের দায়িত্ব বিজিএমইএ ও সরকারকে নিতে হবে ও পরিবারের অন্য সদস্য যাঁরা নিহতদের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁদের সুরক্ষা দিতে হবে।

সংযুক্তি- ১

এক নজরে রানা প্লাজা :

১. ২০০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোহেল রানা, তাঁর বাবা মোঃ আব্দুল খালেক এবং মা মর্জিনা বেগমের সঙ্গে তন্ময় হাউজিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী সায়ফুলের ১০ তলা ভবন নির্মানের জন্য চুক্তি হয়।
২. সাভার পৌরসভা থেকে ভবন নির্মানের অনুমতি (অবৈধ ভাবে) পায় ১০ এপ্রিল ২০০৬।
৩. ভবনের আয়তন ১৭৮২৫.১১ বর্গমিটার।
৪. ভবন উদ্বোধন হয় ১৯ আগস্ট ২০০৯।
৫. ভবন ধ্বসে পড়ে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল ৮.৫৮ টায়।
৬. মোট মৃতের সংখ্যা ১১৩১।
৭. ভবন ধ্বসের পর থেকে ১৪ মে ২০১৩ পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ১১১৫ টি এবং গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন ২৪৩৮ জন, ।

৮. সরকারি হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ১৬ জন।

৯. লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ৮৪০ টি।

১০. সরকারি হিসাব অনুযায়ী, নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন ৩৩২ জন (যদিও নিখোঁজের সংখ্যা আরো বেশি হবে বলে শ্রমিকরা দাবি করছেন)।

১১. উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়ে মারা গেছেন ২ জন, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

১২. অজ্ঞাত পরিচয়ে জুরাইন কবর স্থানে লাশ দাফন হয়েছে ২৯১ টি।

১৩. ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগারে লাশের আলামত জমা হয়েছে ৩১৬ টি (যদিও কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত ২৫ টি লাশের বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেননি)।

১৪. ঢাকা জেলা প্রসাশন থেকে নিহত ৮৪০ টি পবিবারকে ২০,০০০ টাকা এবং আহত ৯৮১ জনকে ৫,০০০ টাকা দেয়া হয়েছে।[১৮]

১৫. অঙ্গহানী হয়েছে অসংখ্য মানুষের।

১৬. ভবন ধ্বসের ১৭ দিন পর ১০ মে ২০১৩ রেশমা নামের এক পোশাক শ্রমিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

-সমাপ্ত-

[১৮] মোঃ একরামুল হক, রিলিফ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, ঢাকা। ২০ মে ২০১৩ অধিকারকে দেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য।